যুগান্তর

তারিখ: 2 APR
পৃষ্ঠা: ১৬ কলাম: ৪

# সরকারি মেডিকেল কলেজে নিষিদ্ধ হচ্ছে ছাত্ররাজনীতি

## মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাবে স্বাস্থ্য অধিদফতর

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

দেশের সব সরকারি মেডিকেল কলেজে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ হচ্ছে। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কলেজগুলোতে ছাত্ররাজনীতি সম্পূর্ণরূপে বন্ধের নির্দেশ দিতে মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাবে স্বাস্থ্য অধিদফতর। সূত্র জানায়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক বর্তমানে রাষ্ট্রীয় কাজে বিদেশে অবস্থান করছেন। তিনি ফিরে এলে এ ব্যাপারে প্রস্তাবনা দেয়া হবে। ছাত্ররাজনীতি বন্ধের মেয়াদ দুই থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত করা হতে পারে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ যুগান্তরকে বলেন, সরকারি

কলেজে : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

# কলেজে : নিষিদ্ধ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

মেডিকেল কলেজগুলোর সেই আগের পরিচিতি ইমেজ এখন আর নেই। তাই ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা এখন সময়ের দাবি। তবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয়টি সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে বলে তারা মন্তব্য করেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে অধিদফতরের একাধিক কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, সরকারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার মান কমছে। বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজে রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে শিক্ষার্থীরা টেন্ডার, চাঁদাবাজি, মাস্তানি, হোস্টেলে সিট বণ্টন, সহপাঠীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে দলে ভেড়ানো ও নরণনেশা মাদক সেবনসহ নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে অস্ত্রের মহড়া, সংঘর্ষ, রক্তারক্তি, আহত এমনকি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনাও ঘটছে। বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আতংকগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। যে ছাত্ররা ভবিষ্যতে রোগীর প্রাণ বাঁচাবে তারাই এখন রক্তক্ষয়ী প্রাণঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। ফলে সরকারি মেডিকেল কলেজের তুলনায় পড়াশোনাসহ সার্বিক কার্যক্রমে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ। বিষয়টি তাদের রীতিমতো উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। তারা বলেন, বর্তমানে সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে মারাত্মক ইমেজ সংকট সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি মেডিকেল কলেজে পড়াশোনার মান বাড়াতে রাজনীতি বন্ধের বিকল্প নেই বলে তারা মন্তব্য করেন। জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর ডা. এমআর খান যুগান্তরকে বলেন, মেডিকেল কলেজে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে, ঘটছে তা কারও কাম্য নয়। তিনি সবাইকে সংযত হওয়ার পরামর্শ দেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্বাস্থ্য অধিদফতরের একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, এক সময় দেশসেরা ছাত্রছাত্রীরা সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে একনিষ্ঠভাবে শুধু পড়াশোনা ও লাইব্রেরি ওয়ার্ক নিয়ে ব্যস্ত থাকত। চিকিৎসক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভয়, সম্মান, ভালোবাসার সুসম্পর্ক, সহপাঠীদের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্কের কারণে সাধারণ মানুষও তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকত। কিন্তু বিগত দুই দশকে অনেক সেই চিত্র বদলে গেছে। অসুস্থ রাজনীতির বেড়াজালে বন্দি হয়ে পড়েছে সেই মেধাবী শিক্ষার্থীরা। দ্রুত ... হওয়ার স্বপ্ন বিভোর হয়ে ... সোনার হরিণের পেছনে ছুটছে ...

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিগত দুই দশক ধরে সরকারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে। ফলে শিক্ষকরা এখন শিক্ষার্থীদের ভয়ে অসহায়। সহকর্মীরা কেউ কারও সঙ্গে মন খুলে কথা বলেন না। অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিগত বিভিন্ন রাজনৈতিক সরকারের আমলের মতো একই কায়দায় বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, জামায়াত-শিবিরসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুসারীদের মধ্যে দখল, বেদখল ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গুলি, বোমাবাজি, মারধরসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটছে। গত কয়েক মাসের ব্যবধানে রাজশাহী, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও বরিশাল মেডিকেল কলেজে সংঘর্ষ হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্বাস্থ্য অধিদফতরের একাধিক কর্মকর্তা জানান, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালরা টেলিফোন করে তাদের অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরে দোয়া চেয়েছেন। বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরাও হুমকির মুখে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন। বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে অপ্রীতিকর ঘটনার তদন্ত কমিটি গঠিত হচ্ছে। একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠকে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদপুষ্ট শিক্ষার্থীদের বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। বর্তমানে সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ১৭টি।

জাতীয় অধ্যাপক ডা. এমআর খানের কাছে বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজে রাজনীতি চালু থাকা উচিত কি উচিত নয়— এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তিনি রাজনীতিবিদ নন। তাই এ সম্পর্কে কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের কে-২৮ ব্যাচের ('৬৯ সাল) ছাত্র ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজের সাবেক প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ডা. ফজলুর রহমান বলেন, এখন যে দলীয় রাজনীতি চলছে তা অবশ্যই বন্ধ হওয়া উচিত। এত নোংরামি, দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থের রাজনীতি কখনও শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, একটি মেধাবী ছেলে বা একটি মেয়ে যখন সবচেয়ে সেরা ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পায় তখন বাবা, মা, আত্মীয়স্বজন এমনকি পাড়াপ্রতিবেশীর বুক গর্বে ভরে ওঠে। কিন্তু দলীয় রাজনীতির কারণে যখন ছেলেটি সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজে পরিণত হয় তখন বাবা-মা'র দুঃখের অন্ত থাকে না এবং তা কারও কাছেই কাম্য হতে পারে না। তিনি বলেন, ভারত বিশ্বের গণতন্ত্র চর্চাকারী দেশের অন্যতম। সে দেশেও ছাত্ররাজনীতি নেই। পাশের দেশ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা উচিত। তিনি বলেন, আগের দিনে ছাত্রদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট এবং দেশ ও জাতির জন্য রাজনীতি হতো। কিন্তু এখন যে ধরনের রাজনীতি হয় তা আদৌ দরকার আছে কিনা সেটাই তার প্রশ্ন। ঢামেকের একজন ছাত্র হিসেবে তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৬০ দশকের ছাত্র ও স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের সাবেক প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ডা. আবদুল শাকুর যুগান্তরকে বলেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজের ঘটনাটি শুনে তিনি মনে ভীষণ দুঃখ পেয়েছেন ও মর্মাহত হয়েছেন। তিনি বলেন, তাদের সময় রাজনীতিতে এখনকার মতো নোংরামি ছিল না। সৌহার্দপূর্ণ ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে শিক্ষার্থীদের জন্য মঙ্গলকর, এমন রাজনীতি হতো। ওই সময় রাজনীতি দলীয়গতভাবে হতো না। সাধারণ শিক্ষার্থীরা ছাত্রনেতাদের কাছে কোন সমস্যার কথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করত। এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে তার গলা ধরে আসে। তিনি বলেন, দেশের জন্য সবাই মিলে দোয়া করুন। একটু আশার আলো দেখাই বৃদ্ধ বয়সে তার কামনা।

ঢামেকের সাবেক একজন প্রিন্সিপাল নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার পক্ষে তিনি নন। ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া আদায়ে ছাত্ররাজনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত উল্লেখ করে তিনি বলেন, যখনই ছাত্ররাজনীতি কোন রাজনৈতিক দলের নির্দেশনায় পরিচালিত হয় তখনই তা সুষ্ঠু রাজনীতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।